প্রথম আলো

তারিখ ...... 8 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ......

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের চার কর্মী বহিষ্কৃত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের চারজন কর্মীকে গতকাল বৃহস্পতিবার ছয় মাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দুটি হলের ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে মারামারি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত কর্মীরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের অমিত কুমার মণ্ডল (দর্শন বিভাগের ৩৬তম ব্যাচ) ও মো. রিয়াজ মাহমুদ (সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৩৬তম ব্যাচ) এবং আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের মো. কামরুজ্জামান (দর্শন বিভাগের ৩৭তম ব্যাচ) ও একই বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের অমিত কুমার মণ্ডল।

জানা গেছে, গত বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের. ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে দর্শন বিভাগের একটি অনুষ্ঠানের পূর্বপ্রস্তুতি চলছিল। এ সময় তুচ্ছ বিষয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে দর্শন বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের ছাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মী অমিতকে একই বিভাগের ৩৬তম ব্যাচের ছাত্র আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের ছাত্রলীগ কর্মী ফরহাদ মারধর করেন। অমিত বিষয়টি তাঁর হলের ছাত্রলীগের কর্মীদের জানান। হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা একত্র হয়ে রাত আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় কামালউদ্দিন হলের দর্শন বিভাগের ৩৭তম ব্যাচের ছাত্রলীগ কর্মী কবিরকে মারধর করেন। এরপর কামালউদ্দিন হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া করেন। এ সময় কামালউদ্দিন হলের কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টররা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আবার আ ফ ম কামাল উদ্দিন হলের ফরহাদ ও উজ্জ্বলের নেতৃত্বে ১০-১২ জন ছাত্রলীগ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবনের সামনে রড ও লোহার পাইপ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ কর্মী বিপুলকে পেটান। গুরুতর আহত বিপুলকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে ডিসিপ্লিনারি কমিটি এক সভায় ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে ওই চারজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছয় মাসের জন্য সাময়িক বহিষ্কার করে।

চার ছাত্রের সাময়িক বহিষ্কারের সত্যতা নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আরজু মিয়া বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।